গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.mod.gov.bd

নম্বর: ২৩.০০.০০০০.০৯০.৬৯.১৫- ৮২

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২২ / ২৪ মার্চ ২০১৬

বিষয়: **'সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০১৬'।**

সূত্র: সাভূসে অধিদপ্তরের পত্র নম্বর: ৫/এমএলএন্ডসি/রুল/১৪৪-৪/শা-৩/১৭৯; তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ জুন ২০১৩ তারিখে ১ প্রকল্প-১/৯৫/ডি-৯/২২৭ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জারীকৃত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০১৩ (সংশোধিত)' বাতিল করত: তদস্থলে 'সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০১৬' পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ০৫ (পাঁচ) পাতা।

২৪/৩/১৬
(ফ্লোরাহ শাম্মী)
উপসচিব
ফোন: ৯১১২২৯৫

পরিচালক
সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর,
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। সেনাসদর
কিউএমজি শাখা,
এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

২। নৌসদর দপ্তর
অপারেশনস শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর,
বনানী, ঢাকা।

৩। বিমান বাহিনী সদর দপ্তর
প্রশাসনিক শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর,
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
www.mod.gov.bd

২০১৩ সালে জারিকৃত 'সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৩ (সংশোধিত)' সুসমঞ্জস্যকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা জারি করল:

১.০ শিরোনাম

১.১ এ নীতিমালা 'সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৬' হিসেবে অভিহিত হবে ;

১.২ এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২.০ আবেদনকারীর আবেদনের যোগ্যতা

২.১ আবেদনকারীকে ১৯০১, ১৯০৭, ১৯২১, ১৯৩১, ১৯৩৩, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ কোডের আওতাধীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের প্রথম শ্রেণির পদে নিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতিপ্রাপ্ত/কর্মরত থাকতে এবং চাকরিতে স্থায়ী হতে হবে;

২.২ ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা এবং প্রথম শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত বেসামরিক কর্মকর্তাদের চাকরিকাল ন্যূনতম ১২ (বার) বছর হতে হবে;

২.৩ অনুচ্ছেদ ২.১-এ বর্ণিত কোডের আওতাধীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে প্রথম শ্রেণির পদে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির পদে চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ৮ (আট) বছর এবং সরকারি চাকরির মোট মেয়াদ ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) বছর হতে হবে;

২.৪ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, মিলিটারী এস্টেটস্ অফিস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে কর্মরত ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের এক মেয়াদে চাকরিকাল ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর হতে হবে। তবে;

কোন কর্মকর্তা পদোন্নতিজনিত কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে সাময়িক যোগদানের পর পুনরায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, মিলিটারী এস্টেটস্ অফিস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে নিয়োগপ্রাপ্ত/সংযুক্ত হলে এবং তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, মিলিটারী এস্টেটস্ অফিস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের একই বেতন কোডের আওতায় ধারাবাহিকভাবে বেতন আহরণ করলে তাঁর চাকরির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে তা কর্মরত/চলমান হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, মিলিটারী এস্টেটস্ অফিস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে চাকুরিকাল ন্যূনতম ১২(বার) বছর এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে চাকরিকাল ন্যূনতম ৮(আট) বছর হতে হবে;

২.৫ অনুচ্ছেদ ২.৪-এর শর্ত কেবল এ নীতিমালা জারির তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, মিলিটারি এস্টেটস্ অফিস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে কর্মরত, তৎপরবর্তী সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

২.৬ অনুচ্ছেদ-২.৪ ব্যতীত প্রতিরক্ষা খাতভুক্ত বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে কর্মরত ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক মেয়াদে প্রতিরক্ষা খাতের আওতায় চাকরিকাল ন্যূনতম ১০ (দশ) বছর হতে হবে;

২.৭ ক্যাডারভুক্ত কোন কর্মকর্তা এ নীতিমালা অনুযায়ী প্লট প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের পর অন্যত্র বদলি হলেও সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে এ নীতিমালার অধীনে প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন;

২.৮ আবেদনের যোগ্য কর্মকর্তার মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী/স্বামী (পুনঃবিবাহ না করলে), নির্ভরশীল সন্তান/সন্তানগণ যুগ্মনামে প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন।

৩.০ প্লট পাওয়ার অযোগ্যতা

৩.১ আবেদনের যোগ্য কর্মকর্তা নিজ/স্বামী/স্ত্রীর নামে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে সরকারি/আধা-সরকারি সংস্থা কর্তৃক আবাসিক/বাণিজ্যিক প্লট/বাড়ি/ফ্ল্যাট বরাদ্দপ্রাপ্ত হলে তিনি প্লট পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন;

৩.২ চাকরি থেকে বরখাস্তকৃত, অপসারিত, বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত এবং স্বেচ্ছায় চাকরি পরিত্যাগকারী কর্মকর্তাগণ প্লট পাওয়ার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;

৩.৩ এই নীতিমালার আওতাভুক্ত প্রকল্পে কোন কর্মকর্তা প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত হলে কোন অবস্থাতেই তিনি ঐ প্লট সমর্পণপূর্বক অন্য প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না;

৩.৪ কোন কর্মকর্তা চূড়ান্তভাবে ফৌজদারী আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে (convicted by any court of criminal jurisdictions) তিনি প্লট পাওয়ার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৪.০ আবেদনের নিয়মাবলী

৪.১ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর (সাভূসে) কর্তৃক নির্ধারিত ''ফরমে'' আবেদন করতে হবে;

৪.২ আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী জুডিশিয়াল/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত অথবা নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে ৩০০/- টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা সম্পাদনপূর্বক দাখিল করতে হবে;

৪.৩ হলফনামায় প্রদত্ত কোন তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র/বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করা হবে এবং তাঁর জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। বাজেয়াপ্তকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হবে। এছাড়া জালিয়াতির জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪.৪ সরকারি চাকরিতে প্রথম যোগদানের প্রমাণক হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যোগদানপত্র গ্রহণের সত্যায়ন (endorsement)-এর কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে ;

৪.৫ চাকরিরত আবেদনকারীকে তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বর্তমান পদের বেতন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে;

৪.৬ অবসরপ্রাপ্ত আবেদনকারীকে তাঁর অবসর গ্রহণের সরকারি আদেশের কপি প্রমাণক হিসেবে আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে;

৪.৭ আবেদনের যোগ্যতাসম্পন্ন মৃত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে সর্বশেষ কর্মরত ছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট থেকে তাঁর চাকরি ও বেতন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে;

৪.৮ আবেদনের যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তার যোগ্যতার বিষয়ে নিয়োগপত্র, যোগদানপত্র গ্রহণের সত্যায়ন (endorsement) ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবমুক্তপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে।

৫.০ প্লটের আয়তন ও কোটা

৫.১ প্লটের আয়তন ৫ (পাঁচ) কাঠা বা তদূর্ধ্ব হলে দু'জন কর্মকর্তার অনুকূলে যৌথভাবে বরাদ্দ দেয়া হবে। প্লটের আয়তন ৫ (পাঁচ) কাঠার কম হলে একজন কর্মকর্তার অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হবে;

৫.২ যৌথভাবে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের জন্য মনোনীত দু'জন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে কোন একজন কর্মকর্তা যৌথভাবে প্লট বরাদ্দ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করলে তাঁর পরিবর্তে অপেক্ষমান তালিকার জ্যেষ্ঠ/প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্লটে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;

৫.৩ বেসামরিক কোটায় নির্ধারিত ৫% প্লটের মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, মিলিটারী এস্টেটস্ অফিস ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ক্যাডারভুক্ত, প্রথম শ্রেণির পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ও প্রথম শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য মোট ১% প্লট এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরের (২.১ এ বর্ণিত কোডভুক্ত) ক্যাডারভুক্ত, প্রথম শ্রেণির পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ও প্রথম শ্রেণির পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ৪% প্লট সংরক্ষিত থাকবে ;

৫.৪ প্লট বরাদ্দের বিভাজনের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ (fraction) হলে যে ক্যাটাগরির কর্মকর্তাদের ভগ্নাংশের মান বেশি হবে, সেই ক্যাটাগরির কর্মকর্তাগণ ঐ প্লট বরাদ্দ পাবেন। উভয়ের ভগ্নাংশের মান সমান হলে লটারীর মাধ্যমে প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হবে।

৬.০ প্লট বরাদ্দের নম্বর

আবেদনের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অর্জিত মোট নম্বরের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের প্লট বরাদ্দের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন করা হবে:

৬.১ চাকরির জন্য নম্বর

(ক) (১) ২.৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনের যোগ্যতাসম্পন্ন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, মিলিটারি এস্টেটস্ অফিস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড-এ এক মেয়াদে ৩ (তিন) বছরের অধিক কর্মরত সময়ের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে নম্বর গণনা করা হবে :

(i) প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য: ১.০০০ নম্বর
(ii) প্রতি পূর্ণ মাসের জন্য: ০.০৮৩ নম্বর
(iii) প্রতি দিনের জন্য: ০.০০৩ নম্বর

(২) ৬.১ এর (ক) (১) অনুচ্ছেদে ক্যাডার কর্মকর্তাগণের মোট চাকরিকালের প্রতি পূর্ণ ১(এক) বছরের জন্য ০.১ (শূন্য দশমিক এক) নম্বর হিসেবে নম্বর গণনা করা হবে;

(খ) অনুচ্ছেদ নং ২.৪ এর ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা ব্যতীত আবেদনের যোগ্যতাসম্পন্ন ক্যাডারভুক্ত ও প্রথম শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ১২ (বার) বছর এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের প্রথম শ্রেণির পদে ০৮ (আট) বছরের অধিক কর্মরত সময়ের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে নম্বর গণনা করা হবে :

(i) প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য: ১.০০০ নম্বর
(ii) প্রতি পূর্ণ মাসের জন্য: ০.০৮৩ নম্বর
(iii) প্রতি দিনের জন্য: ০.০০৩ নম্বর

৬.২ মহাপরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক আবেদনপত্র আহ্বানের তারিখ (বিজ্ঞপ্তি স্বাক্ষরের) নম্বর গণনার শেষ সময়সীমা হিসেবে বিবেচিত হবে;

৬.৩ গ্রেড-এর জন্য নম্বর

আবেদনকারীর নম্বর গণনার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর গ্রেড নিম্নরূপভাবে বিবেচিত হবে:

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন গ্রেড স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী	স্কেল	নম্বর
৬.৩.১	৯	২২,০০০-৫৩০৬০/-	১
৬.৩.২	৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-	২
৬.৩.৩	৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০/-	৩
৬.৩.৪	৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-	৪
৬.৩.৫	৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	৫
৬.৩.৬	৪	৫০,০০০-৭১,২০০/-	৬
৬.৩.৭	৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/-	৭
৬.৩.৮	২	৬৬,০০০-৭৬৪৯০/-	৮
৬.৩.৯	১	৭৮,০০০- (নির্ধারিত)	৯

৬.৪ বোনাস নম্বর নির্ধারণ

৬.৪.১	চাকরিরত অবস্থায় মৃতদের জন্য	- ২.০০০	নম্বর
৬.৪.২	মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের জন্য	- ১.০০০	ঐ
৬.৪.৩	স্বাস্থ্যগত অযোগ্যতার কারণে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য	- ১.০০০	ঐ
৬.৪.৪	অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য	- ১.০০০	ঐ

৬.৫ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তাঁদের পেনশনের জন্য প্রযোজ্য পদের গ্রেড-এর উপর ভিত্তি করে নম্বর গণনা করা হবে;

৬.৬ একাধিক কর্মকর্তার অর্জিত নম্বর সমান হলে পদমর্যাদা, সমমান-এর পদে চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা, সমমানের পদে একই তারিখে চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হবে।

৭.০ আবেদনপত্র সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাদি

৭.১ অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক আবেদনপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে;

৭.২ সামরিক ভূমি সেনানিবাস অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক নির্ধারিত অংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা করে উক্ত কার্যালয় থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে ;

৭.৩ অনুমোদিত নীতিমালার বিধানাবলী অনুসরণ করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস-এর নিকট আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

৮.০ বাছাই প্রক্রিয়া

৮.১ আবেদনপত্র বাছাই ও তালিকা প্রণয়ণের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে স্থায়ী কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

সভাপতি:	অতিরিক্ত সচিব (সংশ্লিষ্ট), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
সদস্য (১):	যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
(২):	প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
সদস্য-সচিব:	উপ-পরিচালক (সংশ্লিষ্ট), সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর।

৮.২ আবেদনকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ নীতিমালার ভিত্তিতে বাছাইপূর্বক প্রাপ্যতা তালিকা প্রস্তুত করে স্থায়ী কমিটির সুপারিশসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে।

৯.০ লটারী প্রক্রিয়া

মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রাপ্যতা তালিকার ভিত্তিতে নীতিমালা অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অনুমোদিত প্রাপ্যতা তালিকায় অর্জিত নম্বরের ক্রমানুসারে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে খালি প্লটের নম্বর বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১০.০ বরাদ্দের অনুমোদন

৯.০ তে বর্ণিত লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিত প্লট বরাদ্দতব্য তালিকা-এর উপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করা হবে।

১১.০ বরাদ্দপত্র জারি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদিত তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী অনুযায়ী সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর বরাদ্দপত্র জারি করবে। বরাদ্দপত্রে প্রিমিয়াম, খাজনা ও উন্নয়ন চার্জসহ প্রযোজ্য অন্যান্য শর্তের উল্লেখ থাকবে।

১২.০ দলিল সম্পাদন

বরাদ্দপত্রের শর্ত অনুসারে যাবতীয় সরকারি পাওনাদি পরিশোধের পর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক (এমইও) এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইজারা দলিল সম্পাদন করবেন।

১৩.০ প্লট ব্যবহারের নিয়মাবলী

সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের প্লট আবাসিক উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হবে। ইজারা দলিলের শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড থেকে নকশা অনুমোদনসহ অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আবাসিক ভবন নির্মাণ করবেন।

১৪.০ ঋণ গ্রহণের অনুমতি

বরাদ্দকৃত প্লটে বাড়ী নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসকের (এমইও) অফিস থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি নিতে হবে।

১৫.০ হস্তান্তর প্রক্রিয়া

প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

১৬.০ বরাদ্দ সমর্পণ

আবেদনের যোগ্য কর্মকর্তা এ নীতিমালার আওতাধীন কোন প্রকল্পে অথবা সরকারি/আধাসরকারি অন্য কোন প্রকল্পে প্লট প্রাপ্তির আবেদন করলে এবং উভয় সংস্থা থেকে বরাদ্দপ্রাপ্ত হলে অবশ্যই তাঁকে যে কোন একটি বরাদ্দকৃত প্লট সমর্পণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

১৭.০ রহিত

'সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দ নীতিমালা, ২০১৬' জারির তারিখে এতদসংক্রান্ত পূর্বের সকল নীতিমালা রহিত বলে গণ্য হবে।

১৮.০ হেফাজত

১৮.১ পূর্বের নীতিমালাসমূহ রহিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল নীতিমালার আওতায় দাখিলকৃত আবেদনপত্রসমূহ এ নীতিমালার আওতায় কমিটি কর্তৃক বিবেচনার তারিখে প্রাপ্য নম্বর গণনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হবে। উল্লিখিত আবেদনপত্রসমূহ শুধু একবারের জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে।

(কাজী হাবিবুল আউয়াল)
সিনিয়র সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সীমিত

সেনাসদর
কিউএমজি'র শাখা
এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

তারালাপনীঃ ৮৭১১১১১ বর্ধিত ২৬৪৪
ই-মেইলঃ *mqdte@army.mil.bd*

১৭ পৌষ ১৪২২

২৩.০১.৯০১.০৪৪.০২.০৭১.২৮.৩.১২.১৫ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ প্রসঙ্গে

বরাতঃ

ক সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর পত্র নং ২৩.০১.৯০১.০৪৪.০২.০২.১৬.০৭.১৫ তারিখ ১৬ জুলাই ২০১৫।

খ সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা-২০১৫(*প্রস্তাবিত)।

১। বরাত ক ও খ এর প্রেক্ষিতে সাভার ডিওএইচএস এর নতুন প্লটসমূহ এবং কুমিল্লা ও খিল্লাপাড়া ডিওএইচএস প্রকল্পের অনুমোদিত সকল প্লটসমূহ বর্তমান কোটা অনুযায়ী বাহিনীত্রয়ের মধ্যে বিভাজিত হবে। পরবর্তীতে ডিওএইচএস প্রকল্পসমূহে প্লট বরাদ্দের বিষয়ে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ অনুযায়ী নৌ, বিমান ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের বরাদ্দের জন্য প্লট সংখ্যা নিম্নরুপঃ

ডিওএইচএস এর নাম		মোট প্লট	বরাদ্দকৃত প্লট			
			নৌবাহিনী	বিমান বাহিনী	এমওডি	বেসামরিক
ডিওএইচএস সাভার	পুরাতন	৪২৪	৫০	৪৬	-	১৭
	নতুন	৩২	০৪	০৪	*০৩	০১
	মোট	৪৫৬	৫৪	৫০	*০৩	১৮
ডিওএইচএস খিল্লাপাড়া		১৪৯	১৮	১৬	*০২	০৬
ডিওএইচএস কুমিল্লা		৬২	০৭	০৭	*০১	০৩

২। সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক সাভার ডিওএইচএস এর নতুন প্লট এবং খিল্লাপাড়া ও কুমিল্লা ডিওএইচএস-এ সেনাবাহিনীর প্লটসমূহ বাদ রেখে নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
লেঃ কর্ণেল
পক্ষে কিউএমজি

বিতরণঃ

বহির্গমনঃ

কার্যক্রমঃ

সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

অবগতিঃ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স

সীমিত

সেনাসদর
কিউএমজি'র শাখা
এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

তারালাপনীঃ ৮৭১১১১১ বর্ধিত ২৬৬৪
ই-মেইলঃ mqdte@army.mil.bd

৩১ শ্রাবণ ১৪২২

২৩.০১.৯০১.০৪৪.০২.০২.১৬.০৭.১৫ ১৬ জুলাই ২০১৫

সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ প্রসংগে

বরাতঃ

ক। সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত)।

খ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নং ১ প্রকল্প-১/৯৫/ডি-৯/২২৭ তারিখ ২৪ জুন ২০১৩।

গ। সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর পত্র নং ২৩.০১.৯০১.০৪৪.০২.০৭১.০২. ২৩.১২.১৪ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪।

১। সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) অনুযায়ী সাভার সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহবান করা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক সরাসরি প্রস্তাব উপস্হাপনের প্রেক্ষিতে বরাত খ এর মাধ্যমে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) সংশোধন করে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা, ২০১৩ (সংশোধিত) জারী করা হয়। নতুন প্রণীত নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নীতিমালার কতিপয় ধারা সংশোধনের ফলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় ও প্রতিরক্ষা খাতভূক্ত অন্যান্য অসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে প্লট পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে, যা তাদের মনোবলে প্রভাব ফেলেছে বলে অনুমিত হচ্ছে। এরুপ পরিস্হিতিতে এ বিষয়ে সেনাসদর ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগনের মধ্যে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে বিস্তারিত আলোচনা/পর্যালোচনার পর উল্লেখিত নীতিমালাটি পুনঃসংশোধন করতঃ একটি খসড়া এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। উক্ত নীতিমালাটি ''সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা-২০১৫'' হিসেবে জারী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। উল্লেখ্য যে, সাভার ডিওএইচএস-এ প্লট বরাদ্দের নিমিত্তে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্থিতাবস্থার অবসান করার জন্য প্রতিরক্ষা খাতভূক্ত অন্যান্য অসামরিক কর্মকর্তাদের জন্য প্লটের সংখ্যা মোট প্লটের ৪% এ নির্ধারিত রেখে সশস্ত্র বাহিনীর কোটা হতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় ও সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্ত এমইও এবং সিইও'র দপ্তরে কর্মরত ক্যাডারভূক্ত ও প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের জন্য ১% প্লট বরাদ্দ রাখা হবে। এই ১% প্লট সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী হতে যথাক্রমে ০.৫০%, ০.২৫% ও ০.২৫% হ্রাস করে সমন্বয় করা হবে।

৩। সাভার সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের চলমান কার্যক্রম "সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০০৬(সংশোধিত)" অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। শর্ত থাকে যে, উক্ত নীতিমালার আওতায় চলমান/চুড়ান্ত পর্যায়ে অপেক্ষমান বিষয়সমূহ (১৮টি প্লট ৩৬ জন অসামরিক কর্মকর্তাকে বরাদ্দ প্রদানসহ) অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা ২০০৬(সংশোধিত) অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে। তবে, সাভার ডিওএইচএস এ বিদ্যমান সংরক্ষিত ০৪টি প্লট হতে ০৩টি প্লট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ক্যাডারভূক্ত ও প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে বরাদ্দের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। সাভার ডিওএইচএস এ আবেদনকারী অন্যান্য অসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে একই সময়ে তাদের জন্য প্রযোজ্য বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবেদনকারীগনের মধ্য হতে উক্ত ৩টি প্লট ৬ জনকে বরাত ক অনুযায়ী বরাদ্দ করা হবে।

৩। বিষয়টি আপনাদের অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।

মোঃ নুরুল হক
মেজর
পক্ষে কিউএমজি

সংযুক্তঃ

১। সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে অসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা-২০১৫।

বিতরণঃ

বহির্গমনঃ

কার্যক্রমঃ

সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

অবগতিঃ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গনভবন কমপ্লেক্স
শাখা ডি-৯
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস

সাভার সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের লটারি অনুষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : **মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন**
পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর

সভার তারিখ : ০৮/১/২০১৩ ইং

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভার স্থান : সাভূসে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন(পদ মর্যাদার ভিত্তিতে নহে):

১.১	মেজর সরদার ওয়ালুর রহমান প্রতিনিধি-সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	--	সদস্য
১.২	লেঃ কর্ণেল মোঃ আকরামুজ্জামান এডিএমকিউ, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর প্রতিনিধি-সেনাবাহিনী সদর দপ্তর	--	সদস্য
১.৩	ক্যাপ্টেন এম কে বখতিয়ার,(ই),পিএসসি,বিএন পূর্ত পরিচালক প্রতিনিধি-নৌ বাহিনী সদর দপ্তর	--	সদস্য
১.৪	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম হাবিব আহসান খান পূর্ত পরিচালক প্রতিনিধি-বিমান বাহিনী সদর দপ্তর	--	সদস্য
১.৫	মেজর মোঃ আরিফুজ্জামান প্রতিনিধি-সদর দপ্তর প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস	--	সদস্য
১.৬	জনাব মোঃ সেলিম ফকির ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার সাভার সেনানিবাস	--	সদস্য
১.৭	জনাব এস এম এমদাদুল হক সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক সেন্ট্রাল সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস	--	সদস্য-সচিব

২.০ সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে কমিটির সদস্য-সচিব সকলকে অবহিত করেন যে, সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের নিমিত্ত ১১/৮/২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির ৩৩ তম সভায় আলোচ্যসূচী-৬ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি কর্তৃক লটারির মাধ্যমে প্লট বন্টনের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চলমান পাতা-২

উক্ত সিদ্ধান্ত এবং সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট বরাদ্দের সংশোধিত নীতিমালা-২০০৫ অনুযায়ী সাভার সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে প্লট বন্টনের লটারির কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সাভার ডিওএইচএস এর মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ০৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট প্লট সংখ্যা ৪২৪টি। উক্ত প্লট সমূহ বরাদ্দের নিমিত্ত সাভূসে অধিদপ্তর হতে ১০/৬/২০১২ তারিখে সামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নামীয় তালিকা প্রেরণের জন্য এবং ১৪/৬/২০১২ তারিখের পত্রে বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নিমিত্ত আবেদন পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাহিনীত্রয়ের কার্যালয় হতে নামীয় তালিকা ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিকট থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যায়।

৪.০ অনুমোদিত মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ৪২৪টি প্লটের কোটানুযায়ী বিভাজন নিম্নরূপ:

বাহিনী/সংস্থা	শতকরা হার	প্লট সংখ্যা
সেনাবাহিনী	৭৩%	৩০৯.৫২=৩০৯টি
নৌবাহিনী	১২%	৫০.৮৮= ৫১টি
বিমান বাহিনী	১১%	৪৬.৬৪= ৪৭টি
প্রতিরক্ষা খাত হতে বেতন প্রাপ্ত ১ম শ্রেণীর বেসামরিক কর্মকর্তা	৪%	১৬.৯৬= ১৭টি
	সর্বমোট	৪২৪টি

৫.০ সভায় সেনাসদরের প্রতিনিধি জানান যে, সাভার ডিওএইচএস এর ৪২৪টি প্লটের মধ্যে সেনাবাহিনী-০২টি, নৌবাহিনী-০১টি, বিমানবাহিনী-০১টি মোট ৪টি প্লট সেনাবাহিনী প্রধান ও চেয়ারম্যান, ডিওএইচএস কমিটি এর কোটায় সংরক্ষিত থাকবে। সেপ্রেক্ষিতে ৪২৪টি প্লটের মধ্যে ৪টি সংরক্ষিত প্লট বাদে(৪২৪-৪)=৪২০টি প্লটের লটারী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

৬.০ সাভূসে অধিদপ্তর থেকে সাভার ডিওএইচএস এর জমির সম্ভাব্য প্রিমিয়ামের হার জানানোর জন্য এমইও,ঢাকা-কে অনুরোধ করা হলে এমইও,ঢাকার কার্যালয়ের ৬/১/২০১৩ তারিখের পত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৬/৭/১৯৯৭ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী পাথালিয়া ও পলাশবাড়ী মৌজার গড় মূল্যের ভিত্তিতে জমির প্রিমিয়াম প্রতি বর্গগজ ৩,৭৯৪/-টাকা হারে ধার্য করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন। উল্লেখ্য সেনাসদরের প্রতিনিধি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ঢাকাস্থ মিরপুরের চেয়ে সাভার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই প্রিমিয়াম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন বিধায় সাভার ডিওএইচএস এর জমির প্রিমিয়াম কোন অবস্থাতেই মিরপুর ডিওএইচএস এর চেয়ে বেশি হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। তিনি আরও জানান যে, ঢাকাস্থ মিরপুর ডিওএইচএস এর প্লটের প্রতি বর্গগজ জমির প্রিমিয়াম ৩১২.৫০ টাকা, চট্টগ্রাম ডিওএইচএস এর প্রতি বর্গগজ জমির প্রিমিয়াম ১২৫/-টাকা এবং যশোর ডিওএইচএস এর প্রতি বর্গগজ জমির প্রিমিয়াম ২২৫/-টাকা। প্রচলিত এ হারের সাথে তুলনা করে সাভার ডিওএইচএস এর জমির প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত।

৭.০ সিইও,সাভার এর কার্যালয় থেকে ০৭/১/২০১৩ তারিখের পত্রে প্রতি বর্গগজ জমির উন্নয়ন চার্জ ২০১১.৭৩ টাকা হারে নির্ধারণ করার বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য সিইও, সাভার বলেন বর্তমান বাজার দর ও এমইএস সিডিউল অনুযায়ী ডিওএইচএস এর উন্নয়নমূলক কাজ করতে খরচ বেশি হবে। তবে তিনি বিদ্যমান অন্যান্য ডিওএইচএস এর ন্যায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে ইউটিলিটি সার্ভিস সমূহ(গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন) নেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে জানান। অতঃপর সেনাসদরের প্রতিনিধি জানান যে, সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এর সেবা সংগ্রহ করতে পারলে উন্নয়ন চার্জ অনেক কমে যাবে। এ লক্ষ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহবান জানান; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন চার্জ ধার্য করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও জানান ঢাকাস্থ মিরপুরের চেয়ে সাভার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মিরপুর ডিওএইচএস এর প্রতি বর্গগজ জমির উন্নয়ন চার্জ ৯৩৭.৫০ টাকা, ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ডিওএইচএস এর জমির উন্নয়ন চার্জ ৬১২.৫০ টাকা এবং যশোর ডিওএইচএস এর জমির উন্নয়ন চার্জ ৫২৫/-টাকা নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত ডিওএইচএস সমূহের নির্ধারিত উন্নয়ন চার্জ এর সাথে তুলনা করে সাভার ডিওএইচএস এর উন্নয়ন চার্জ নির্ধারণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

৮.০ উল্লেখিত বিষয়াদি বিবেচনা করে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) মিরপুর,চট্টগ্রাম এবং যশোর ডিওএইচএস এর নির্ধারিত প্রিমিয়াম বিবেচনা করে সাভার ডিওএইচএস এর প্লটের প্রতি বর্গগজ জমির প্রিমিয়াম ৩০০/-টাকা ধার্য করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে সরকারী অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে আসন্ন ডিওএইচএস কমিটির সভায় উপস্থাপন করে অথবা ডিওএইচএস কমিটির সভা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত না হলে সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী প্রধান ও চেয়ারম্যান, ডিওএইচএস কমিটির নিকট থেকে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(খ) মিরপুর,চট্টগ্রাম এবং যশোর ডিওএইচএস এর নির্ধারিত উন্নয়ন চার্জ বিবেচনা করে সাভার ডিওএইচএস এর প্লটের প্রতি বর্গগজ জমির উন্নয়ন চার্জ ৭০০/-টাকা ধার্য করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে সরকারী অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে আসন্ন ডিওএইচএস কমিটির সভায় উপস্থাপন করে অথবা ডিওএইচএস কমিটির সভা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত না হলে সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী প্রধান ও চেয়ারম্যান, ডিওএইচএস কমিটির নিকট থেকে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

(গ) ৪২০টি প্লটের লটারী ড্র অনুষ্ঠান করা যেতে পারে মর্মে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন। কোটানুয়ায়ী সাভার ডিওএইচএস এ সেনাবাহিনী-৩০৭টি, নৌ বাহিনী-৫০টি, বিমান বাহিনী-৪৬টি এবং বেসামরিক কোটার-১৭টি প্লট বন্টনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) সাভার ডিওএইচএস এর সেনাবাহিনী ৩০৭টি, নৌ বাহিনী ৫০টি, বিমান বাহিনী ৪৬টি ও বেসামরিক কর্মকর্তা ১৭টি মোট ৪২০টি প্লটের লটারী ড্র করা হবে। মোটা কাগজে প্লট নম্বর সমূহ কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ পূর্বক ৪২০টি চিরকুট তৈরী করতে হবে। প্রতিটি চিরকুট ভাঁজ করে স্টাপলার দ্বারা গেঁথে লটারী বাক্স/ঝুড়িতে রাখতে হবে। তবে বেসামরিক কোটার ১৭টি প্লট কোন্ কোন্ কর্মকর্তা বরাদ্দ পাবেন তা বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্লট বরাদ্দের নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পরবর্তীতে লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল এর নিকট থেকে লটারী ড্র অনুষ্ঠানের তারিখ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্বাচিত কর্মকর্তা/তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে(যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) প্লট বরাদ্দের লটারী ড্র অনুষ্ঠিত হবে। লটারী ড্র অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে ১৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সেনাকুঞ্জ বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর হতে ষ্টেশন সদর দপ্তরকে অনুরোধ জানানো হবে।

(চ) বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত কর্মকর্তা/তাঁদের প্রতিনিধি Observer হিসেবে উপস্থিত থাকার বিষয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পক্ষ হতে তাঁদেরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হবে এবং নির্বাচিত বেসামরিক কর্মকর্তাদেরকে উপস্থিত থাকার জন্য সাভূসে অধিদপ্তর হতে অবহিত করা হবে। এ বিষয়ে সাভূসে অধিদপ্তর বাহিনীত্রয়ের সদর দপ্তরকে অনুরোধ জানাবেন।

(ছ) লটারী ড্র অনুষ্ঠানে Chief guest হিসাবে সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল(কিউএমজি), Guest of honour হিসাবে সহকারী নৌ বাহিনী প্রধান(অপস), সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান(প্রশাসন), লগ এরিয়া কমান্ডার, ডাইরেক্টর মুভমেন্ট এন্ড কোয়ার্টার(ডিএমকিউ), সাভার এরিয়া কমান্ডার এর প্রতিনিধি এবং ষ্টেশন কমান্ডার, ঢাকা/সাভার সেনানিবাসকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে 'সাভূসে' অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করবেন।

(জ) লটারী ড্র এর সময় ক্রমিক অনুসারে সেনাবাহিনী-০১টি, নৌ বাহিনী-০১টি, বিমান বাহিনী-০১টি ও বেসামরিক-০১টি করে প্লট নম্বর সম্বলিত চিরকুট উত্তোলন করতে হবে। প্রথমে Chief guest এবং পরে Guest of honour গণ লটারী বক্স হতে প্লট নম্বরসহ ০১টি করে চিরকুট উত্তোলন করবেন এবং তা মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে। অতঃপর কমিটির আহবায়ক ও সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে অবশিষ্ট প্লটের নম্বর সম্বলিত চিরকুট উত্তোলন করা হবে।

চলমান পাতা-৪

(ঝ) সাভার ডিওএইচএস এর লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দযোগ্য প্লট চিহ্নিত ২টি মাষ্টার প্ল্যান সেনাকুঞ্জ এবং এমইও,ঢাকার কার্যালয়ে এমইও, ঢাকা কর্তৃক Display করা হবে। লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দযোগ্য প্লট চিহ্নিত মাস্টার প্ল্যান সিইও, সাভার কর্তৃক Power Point এর মাধ্যমে সেনাকুঞ্জ হলের অভ্যন্তরে Display এর ব্যবস্থা করা হবে।

(ঞ) সিইও, সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড লটারী অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ট) কমিটির সদস্য-সচিব সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক, সেন্ট্রাল সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস লটারী অনুষ্ঠানের যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৯.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন)
পরিচালক
সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
ডিওএইচএস প্লট নির্ধারণী লটারি কমিটি

নং-৬/এমএলএন্ডসি/এমইও/৪৭৮-২/শা-৩/ ৮৯(ক)

তারিখঃ ২৫ পৌষ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
০৮ জানুয়ারি,২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ:(পদ মর্যাদার ভিত্তিতে নহে)

১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
(শাখা ডি-৯),গণভবন কমপ্লেক্স
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা সেনানিবাস।
২। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ,ঢাকা সেনানিবাস।
৩। সেনাসদর,কিউএমজি শাখা
এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর,ঢাকা সেনানিবাস।
৪। নৌ সদর, অপারেশনস শাখা
পূর্ত পরিদপ্তর,বনানী,ঢাকা।
৫। বিমান সদর, প্রশাসনিক শাখা
পূর্ত পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস।
৬। সদর দপ্তর প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস।
৭। লেঃ কর্ণেল মোঃ আকরামুজ্জামান
এডিএমকিউ
সেনাসদর, কিউএমজি শাখা
এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর,ঢাকা সেনানিবাস।